প্রথম আলো

তারিখ 08 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া

বেহাল চিত্র দেখলেন ইউজিসির চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দেন আচার্য হিসেবে রাষ্ট্রপতি। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিয়োগ না দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়টির গুরুত্বপূর্ণ এই তিন পদেই বসে আছেন তিনজন।

শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কম্পিউটার ল্যাব থাকলেও ওই কক্ষে কাজ করার পরিবেশ নেই। অন্য ল্যাবরেটরির অবস্থাও একই। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর উপস্থিতিও একেবারে কম। দুই সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে ক্লাস হয়। আছে আরও অনেক সমস্যা।

এটি রাজধানীর বেসরকারি ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়ার চিত্র। আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে এমন বেহাল চিত্র দেখলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। গতকাল রোববার বেলা এগারোটা থেকে পৌনে একটা পর্যন্ত রাজধানীর বনানীতে (ব্লক-বি, রোড-১৪) অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন ইউজিসির প্রধান। এমন চিত্র দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, এ বিষয়ে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কম্পিউটার ল্যাব থাকলেও ওই কক্ষে কাজ করার পরিবেশ নেই। অন্য ল্যাবরেটরির অবস্থাও একই

ইউজিসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে যাওয়া একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* এই তথ্য জানান।

পরে এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রস্তাবিত উপাচার্য ওয়াদুদ মণ্ডল এসব সমস্যার কথা স্বীকার করে *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁকে উপাচার্য করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। নিয়োগ পেয়ে সময় পেলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরাজমান সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

উল্লেখ্য ২০০৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সাবেক মন্ত্রী এম এ মতিন।